আলমডাঙ্গার পৌর শহরে সুপেয় পানির প্লান্টের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গার পৌর শহরে প্রথম বারের মত সুপেয় পানির প্লান্টের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

বুধবার বেলা ১১ টায় শহরের তাঁতি শেড প্রাঙ্গণে এ প্লান্টন স্থাপন করা হয়। এতে পৌর শহরের প্রায় হাজারো মানুষ শীতল, গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন,’ পৌর শহরে সাধারণ মানুষের জন্য প্রথমবারের মত সুপেয় পানির প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্লান্ট থেকে ঠান্ডা,গরম ও বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাবে।

সুপেয় পানির প্লান্টের স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার নামে স্থাপন করা হচ্ছে। পানির প্লান্ট স্থাপনে ব্যায় ধরা হয়েছে প্রায় ৬ লাখ টাকা। এ অর্থ ব্যায় করবে স্বর্গীয় শিবনারায়ণ ভৌতিকা ও স্বর্গীয় গীতা ভৌতিকার পরিবারবর্গ। প্রতি ঘন্টায় এ পানির প্লান্ট থেকে ২’শ লিটার পানি শোধন করে সাধারণ মানুষ পান করতে পারবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, গার্মেন্টস মালিক সমিতির সভাপতি বাবলু, সাধারণ সম্পাদক রনি, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদের সভাপতি মনিন্দ্রনাথ দত্ত, বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ডা: অমল কুমার বিশ্বাস, পৌর প্রকৌশলী আসাদ, সুমন, রুহুল, জয় বিশ্বাস, কাসিয়া প্রসাদ আগরওয়ালা, সুশিল কুমার ভৌতিকা, পবন কুমার ভৌতিকা, অমিত কুমার ভৌতিকা, সুমিত কুমার ভৌতিকা, বাপ্পি, বিপুল, হৃত্তীক প্রমূখ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫২টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন

আলমডাঙ্গায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে পৌরসভাকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

একই সাথে পৌরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে ৫২টি ক্যামেরা। এতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও হত্যার মতো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হবে বলে আশাবাদ জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি করছিল পৌরবাসী। ইতো পূর্বে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হলেও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা সব ক্যামেরা অকেজো হয়ে যায়। যা অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটলেও অপরাধীরা ধরা ছোয়ার বাইরে চলে যায়।

সেই দাবির প্রেক্ষিতে অবশেষে স্থানীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের অর্থায়নে প্রায় ৫ লাখ টাকা ব্যায়ে পৌরসভায় সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ ইতো মধ্যে শেষ হয়েছে।

মাস ব্যাপী আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম ও বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেনের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ক্যামেরা স্থাপন কাজের সার্বক্ষণিক দেখভাল করেন হাবিবুল করিম চনচল।

পৌরবাজার ব্যবসায়ীরা বলেন, পৌর শহরের নিরাপত্তাসহ সবার জানমালের নিরাপত্তায় এই সিসি ক্যামেরা অনেক উপকারে আসবে। তাছাড়া পুলিশ এই সিসি ক্যামেরা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার কারণে বাজার এলাকায় যানজট কমে আসবে।

বণিক সমিতির সেক্রেটারি কামাল হোসেন বলেন, সিসি ক্যামেরা বসানোর কারণে বাজার এলাকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আইনখৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির মধ্যে থাকবে। আর এতে চুরি ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ অনেকটাই কমে আসবে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, এই সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে পৌর শহরে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার সৃষ্টি হলে পুলিশ সহজেই অপরাধীদের খুঁজে বের করতে পারবে। সেই সাথে ডিজিটাল মনিটরিং এর মাধ্যমে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সার্বক্ষণিক থানার ডিউটি অফিসে দায়িত্বরত অফিসার দ্বারা নজরদাড়ি রাখা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় ৩দিন ব্যাপি কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের উদ্যোগে ৩দিন ব্যাপি কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি বিভাগের উপ-পরিচালক বিভাষ চন্দ্র সাহা।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা,সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, জেলা সার সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব মীর মহিউদ্দিন।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানার উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন,উপজেলা কৃষি অফিসার হোসেন শহীদ সোহরোয়ার্দি। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব শেখ নুর মোহাম্মদ জকু,বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন পারভেজ,উপজেলা কৃষি অফিসের অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন,বড় বোয়ালিয়া গ্রামের কৃষক আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার খাসকররায় ১৬ বছরে কিশোরীসহ ৪ জনকে কুপিয়ে জখম

আলমডাঙ্গার খাসকররায় বসতবাড়িতে ঘর তৈরিকে কেন্দ্র করে ১৬ বছরের কিশোরীসহ ৪ জনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে।

আজ মঙ্গলবার (৭ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার খাসকররা গ্রামের উত্তরপাড়ায় এ ঘটনাটি ঘটে।

আহত ব্যাক্তিরা হলেন সদর উদ্দিনের ছেলে আব্দুল ওদুদ (৪৫), স্ত্রী পারভিনা খাতুন (৪০) ,মেয়ে বর্ষা খাতুন (১৬),মঙ্গল মন্ডলের ছেলে তহিদুল (৫৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, উপজেলার খাসকররা গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে সোহেলের সাথে দীর্ঘদিন বাড়ির জমি নিয়ে ওদুদের বিরোধ চলে আসছে। তারা সম্পর্কে আপন চাচা-ভাতিজা।

আজ মঙ্গলবার রাতে চাচা ওদুদের সাথে সোহেলের ঘর নির্মাণকে কেন্দ্র করে তর্কবিতর্ক সৃষ্টি হয়। এসময় সোহেল ও চাচাতো ভাই মোতালেবের ছেলে রাকিব ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ওদুদকে রক্তাক্ত জখম করে।

ওদুদের চিৎকারে তার স্ত্রী পারভিনা খাতুন ও মেয়ে বর্ষা ঠেকাতে গেলে তাদের উপরেও হামলা করে। এসময় চাচা তহিদুল ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। থানায় মামলা দায়ের করলে পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গা নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে আবুল হাসনাতের মোটরসাইকেল শো-ডাউন

আসন্ন আলমডাঙ্গা নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল হাসনাত মাস্টারের নির্বাচনী শো-ডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি রবিবার সন্ধা সাড়ে ৭টায় ঘোলদাড়ি বাজারে অবস্থিত নির্বাচনি অফিস থেকে কয়েক শত মটর সাইকেলের একটি বহর নিয়ে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন।

মটর সাইকেল শোভা যাত্রাটি ঘোলদাড়ি নির্বাচনি অফিস থেকে বের হয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রদক্ষিণ করে বাজারে এসে ৯টায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সেখানে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বক্তব্য রাখেন। আবুল হাসনাত মোটরসাইকেল শো-ডাউনে নির্বাচনি বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘ তিনি আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। বর্তমান তিনি নাগদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি নাগদাহ ইউনিয়ন থেকে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন যুবলীগের প্রচার সম্পাদক ওহিমুদ্দিন, ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা মাহমুদ হাসান জিনারুল, সফিউদ্দিন, মিঠু, সোহেল, কাজল, রকিবুল, ডিটু শেখ, ইলিয়াস, আব্দুল গাফ্ফার, হাসেম, লিখন, আব্দুল গাফ্ফার রাইহান, শরিফুল, জামাত, সোহেল রানা প্রমূখ।

আলমডাঙ্গা দমদমা গ্রামের মারপিটের ঘটনায় মৃত্যু পথে দিনমজুর

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়নের দমদমা গ্রামে পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে মারপিটের ঘটনায় মৃত্যুপথে দিনমজুর রমজান আলী। ঢাকা ও রাজশাহী চিকিৎসা নিয়েও সুস্থ হতে না পারায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে রমজান। মারপিটের ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় ও কোর্টে অভিযুক্ত আলম আলীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ভুক্তভোগী পরিবার।

অভিযুক্ত আলম আলী আইলহাঁস ইউনিয়নের টাকপাড়া গ্রামের কাশেম মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে, গত ৫ মাস পূর্বে নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়াপুর দমদমা গ্রামের রমজান আলী টাকপাড়া গ্রামের আলম আলীর পুকুরে মাছ ধরতে যায়। ভুক্তভোগী রমজান পেশায় মৎস্যজীবী। পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে আলম আলী তার ছেলে হাসেম আলী মৎস্যজীবী রমজানকে বেধড়ক মারপিট করে। এতে গুরুত্বর আহত হয়।

আহত অবস্থায় স্থানীয় চিকিৎসা শেষে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। সদর হাসপাতালে তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে প্রথমে রাজশাহী পরে ঢাকায় ভর্তি করা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক আঘাত প্রাপ্তির কারণে কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানায়। চিকিৎসায় উন্নতি না হওয়ায় রমজানকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এঘটনায় ভুক্তভোগী রমজানের স্ত্রী বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানা ও চুয়াডাঙ্গা আমলী আদালতে হত্যা চেষ্টা অভিযোগে মামলা দায়ের করে। এরপরেই ভুক্তভোগী রমজানের পরিবারকে হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে।

আলমডাঙ্গার মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙা দাসপাড়ায় মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর আহত যুবক রাজিব চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার বিকেলে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের দাসপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশের সড়কে গত ২৮ জানুয়ারী বিকেলে দুটি মোটর সাইকেলে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে আলমডাঙ্গার উপজেলার কুলপালা গ্রামের প্রবাসি মোসলেম উদ্দিনের ছেলে মামুন (২২) ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আসাননগর গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে ভিশন ঔষধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ রাজিব (৩০) মারাত্মক জখম হয়।

এ সময় দুটি মোটর সাইকেলই দুমড়েমুচড়ে যায়। আহত দু’জনকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার হারদী হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মামুনকে মৃত ঘোষনা করেন।

আহত রাজিবকে মুমুর্ষ অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসাপাতালে রেফার করা হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

ওই রাতেই রাজিবকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮দিনের মাথায় আজ রোববার রাজিবও মারা যায়।

আলমডাঙ্গায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে বৃদ্ধর আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার কুমারী জাহাঙ্গীর আলম নামের বৃদ্ধ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঘটনাটি শনিবার সকাল ৯টার দিকে ঘটেছে। এঘটনায় নিহত বৃদ্ধর ভাই বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি গ্রামের মৃত রওশন আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৬০)। সে গত কয়েক বছর যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছিলো। ইতোপূর্বে জাহাঙ্গীর আত্নহত্যার চেষ্টাও চালায়।

শনিবার সকাল ৯টায় খাবার খেয়ে ঘরে ঢোকে। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরকে ডাকাডাকি করেও দরজা না খুললে দরজা ভেঙে পরিবারের লোকজন প্রবেশ করে। ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় জাহাঙ্গীরের লাশ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে।

এ ঘটনায় জাহাঙ্গীরের ছোট ভাই মন্টু বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে।

আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরম জমা

আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরম জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, সেচ্ছাসেবকলীগের নেতারা। ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

শনিবার বিকেল পাঁচটার দিকে আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গনে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিকট ফরম জমা দেন।

আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরম জমা দিয়েছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফাজ্জেল আলী বিশ্বাস, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাদল, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের প্রভাষক হাসিবুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম লাটিম, সাবেক মেম্বার মুহাম্মদ, আফিজ উদ্দিন বিশ্বাস, বিল্লাল গণি, রাসেল।

ফরম জমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, আইলহাঁস ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন বিশ্বাস, নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, আইলহাঁস ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনন্দ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াব মালিথা, সাবেক নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি হাফিজুর রহমান হাফিজ মাস্টার প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার বাড়াদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোপনে নিয়োগ দেবার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বাড়াদি আলহাজ্ব মীর খোস্তার আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোপনে অফিস সহায়ক (পিয়ন) আয়া ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে। নিয়োগ পক্রিয়াটি স্কুলের অন্য শিক্ষক ও কমিটির অনেক সদস্যের অজান্তেই হয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই দুজন টাকার বিনিময়ে গোপনে নিয়োগের সব

প্রক্রিয়া শেষ করেছেন। ২৮ বছর দায়িত্বরত অফিস সহায়ক (পিয়ন) থাকতেও পূণরায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির মেয়েকে ওই দায়িত্বে নিয়োগ দেবার অভিযোগ উঠেছে ।

জানা গেছে, গত ডিসেম্বরে গোপনেই নিয়োগ বোর্ড গঠন করে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় সাজানো গুটি কয়েকজন প্রার্থী অংশ নেন। ওই নিয়োগে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়েসহ দুই প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। স্কুলে অফিস সহায়ক, আয়া ও পরিচ্ছন্নকর্মী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগে স্কুল কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়ে দিলরুবা অফিস সহায়ক, মহর আলীর ছেলে সামাদ পরিচ্ছন্নকর্মী ও নবির স্ত্রী আয়া পদে নিয়োগ পায়।

নিয়োগের আগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কাজও গোপনে করা হয়েছে। এমনকি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির নোটিশও বিদ্যালয়ে টাঙানো হয়নি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনেক সদস্যই জানেন না।

তবে গত ২৮ বছর যাবৎ শেখ আব্দুল মাস্টারের ছেলে শেখ আল মামুন কবির অফিস সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সভাপতির মেয়ে নিয়োগ পাওয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে মামুনের পদ পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তাকর্মী ।

নাম না প্রকাশ শর্তে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগের বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। শুনেছি সভাপতি এসে নিয়োগ দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, কোনো নিয়োগ হয়নি।’

স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ‘সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মিলে সবকিছু করেন। প্রধান শিক্ষক আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এ জন্য চাকরির স্বার্থে এসব বিষয়ে কেউ মুখ খোলেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন এলাকাবাসী বলেন, ‘বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি টাকার বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁরা কাউকে বিষয়টি জানতে দেননি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সহ কারা নিয়োগ পেয়েছে এটা এখনো খোলামেলা করেনি স্কুল কতৃপক্ষ।

প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত) বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগ সম্পর্কের কোন বিষয় জানাতে পারব না। নিয়োগ আইননুসারে হয়েছে। নিয়োগের সব কাগজপত্র ও ডকুমেন্ট তাঁর কাছে আছে। এ বিষয়ে আমি আর

কিছু বলতে পারব না।’

নিয়োগের বিষয়ে জানতে একাধিকবার চেষ্টা করেও স্কুলের সভাপতি আব্দুল হান্নান তথ্য দিতে অপারগতা স্বীকার করেন। তিনি জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে তথ্য নিতে নির্দেশ করে।

তিনি আরো বলেন,‘স্কুল সভাপতির সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাতে আপনাদের সমস্যা কোথায়? নিয়োগের বিষয়ে আপনাদের বলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।’

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইমরুল ইসলাম বলেন, ওই বিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগে কোনো অনিয়ম হয়নি। ৫ সদস্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিয়োগ পক্রিয়া শেষ হয়েছে।